দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 9 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের কাছে ৯ দফা পেশ

শিক্ষা সচিবের সাথে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন প্রতিনিধি দলের মতবিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা সচিবের সাথে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় হয়েছে। গতকাল (বুধবার) বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের সাথে সচিবালয়ের অফিসকক্ষে এক মতবিনিময় পৃঃ২ঃকঃ৪

প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ১ দিনের বেতন প্রদানের ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধান উদ্দেষ্টার ত্রাণ তহবিলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একদিনের মূল বেতন প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। গতকাল (বুধবার) পৃঃ৫ঃকঃ৬

মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভায় অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবী পেশ করা হয়। শিক্ষা সচিব এসব দাবী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব কবি রুহুল আমীন, মহাসচিব আলহাজ্ব শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন আল কাদেরী, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা মোঃ ইউনুস ও সহ-সভাপতি মাওলানা খলিলুর রহমান। মন্ত্রলালয়ের পক্ষে অংশ নেন যুগ্ম সচিব এ জেড এম শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব হুমায়ুন খালিদ ও উপ-সচিব মোঃ রইস উদ্দিন।

সভায় বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন নেতৃবৃন্দ ৯ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। এতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এক প্রান্তে স্থাপন হওয়ায় এফিলিয়েশন, নবায়ন, পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কাজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষকদের দূর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। এ কারণে ঢাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অফিস খোলার দাবী জানানো হয়। এতে আরো বলা হয়, শিক্ষকরা বেতন স্কেল ও সম্মানজনক ভাতা না পাওয়ায় মাদ্রাসায় ছাত্রস্বল্পতা প্রকট। অপরদিকে এ যাবৎকাল ফাজিল ও কামিলের মান না থাকায় ওই স্তরের মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার প্রতিও শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ন্যূনতম সংখ্যা ৫ জন নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু গত ৮ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৫, ১০ ও ৩০ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এই আদেশ প্রত্যাহার করে পূর্বাবস্থা বহালের দাবী জানান। মাদ্রাসায় ৩০ শতাংশ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক আদেশটি স্থায়ীভাবে প্রত্যাহারের দাবী করা হয়। সাধারণ শিক্ষাধারার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীর মতো মাদ্রাসা শিক্ষাধারার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে সরকারীভাবে বৃত্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাষকদের চাকরির মেয়াদ ২ বছর ও ৮ বছর পূর্ণতায় পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রদানের স্থগিতকৃত বিধানটি পুনরায় চালু করার দাবী করা হয়। সাধারণ শিক্ষাধারার প্রাথমিক শিক্ষকদের যেভাবে নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়, তেমনি মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষকদেরও এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আবেদন জানানো হয়। এছাড়াও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালনার নীতিমালা জারি ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনভুক্ত করারও দাবী করা হয়। ফাজিল ও কামিলের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জারিকৃত জনবল কাঠামো শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অবিলম্বে বাস্তবায়ন ও আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের বিভিন্ন পদের নিবন্ধন পরীক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাস বিষয়ভিত্তিক করারও আবেদন পেশ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের ১ দিনের বেতন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে শিক্ষা সচিব মোঃ মমতাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করে এই ঘোষণা দেন।